Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN(o): 2581-6241
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 9.134
Volume - 9, Issue - 7, July - 2026

DOIs:10.2018/SS/202607018 --:-- Research Paper / Article / Review

হিন্দি নাটককার মোহন রাকেশের 'আষাঢ় কা এক দিন'

অন্তরা দাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি
Email – antaradas@bhu.ac.in

Abstract: এই প্রবন্ধটিতে হিন্দি নাট্যসাহিত্যে মোহন রাকেশের 'আষাঢ় কা এক দিন' নাটকের গুরুত্ব এবং তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত এই নাটক হিন্দি নাট্যসাহিত্যে একটি নতুন যুগের সূচনা করে। মহাকবি কালিদাসের জীবনকে কেন্দ্র করে রচিত হলেও, নাটকটি শুধুমাত্র জীবনীমূলক নয়, বরং এতে রয়েছে গভীর সমাজ-সমালোচনা এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। নাটকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তার চরিত্র চিত্রণে, বিশেষত মল্লিকার চরিত্রে, যা তৎকালীন হিন্দি নাট্যসাহিত্যে নারী চরিত্র উপস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা যোগ করে। নাটকের ভাষা, সংলাপ, মঞ্চ পরিকল্পনা এবং চরিত্রের অভিব্যক্তি সংক্রান্ত নির্দেশনাও এর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক। নাটকটি শুধু সাহিত্যিক স্বীকৃতিই পায়নি, এর প্রভাব বিভিন্ন মাধ্যমে, যেমন চলচ্চিত্র ও অন্যান্য ভাষার নাট্য প্রযোজনায় ছড়িয়ে পড়েছে, যা এর সর্বভারতীয় গুরুত্বকে প্রমাণ করে।

***Key Words*:** মোহন রাকেশ, কালিদাস, আষাঢ় কা এক দিন, হিন্দি নাটক, মল্লিকা

1. ভূমিকা:

মোহন রাকেশ হিন্দি সাহিত্যের একাধারে ঔপন্যাসিক, গল্পকার, প্রাবন্ধিক, সমালোচক এবং নাটককার। সারা জীবনে তিনি মোট তিনটি পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা করেছেন। আপাত দৃষ্টিতে এই সংখ্যা নগণ্য মনে হতে পারে, অথচ হিন্দি নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখতে পাব, এই তিনটি নাটক (আষাঢ় কা এক দিন, লেহেরো কা রাজ হংস্, আধে অধুরে) হিন্দি নাট্যসাহিত্যের প্রবহমান ধারর বাঁক বদল করে দিয়েছে। আমাদের আলোচনা কেন্দ্রায়িত হবে তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক 'আষাঢ় কা এক দিন'-কে আশ্রয় করে। আমরা দেখব ১৯৫৮ সালে প্রকশিত এই নাটকটি হিন্দি নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে কী কী কারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

'আষাঢ় কা এক দিন' নাটকটি নিয়ে আলোচনা শুরু করার আগে, হিন্দি নাট্যসাহিত্যের ধারাটিকে সংক্ষেপে বলে নেওয়া দরকার। তাহলে আমাদের বুঝে নিতে সুবিধা হবে 'আষাঢ় কা এক দিন' নাটকটি হিন্দি নাট্যচর্চার ধারায় কোন বিশেষ সময়ে সংযুক্ত হল, এবং হিন্দি নাট্যধারার কোন কোন প্রবণতা এবং পরম্পরাকে অতিক্রম করে নাটকটি অনন্য হয়ে উঠল।

2. আলোচনা ও বিশ্লেষণ:

হিন্দি নাটকের ইতিহাস সুপ্রাচীন, তবে আমরা দেখব মোটামুটি 'ভারতেন্দু' যুগ থেকে। ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র (১৮৫০-১৮৮৫) এবং তাঁর অনুসারী সাহিত্যিক গোষ্ঠী নিয়ে গড়ে উঠেছিল 'ভারতেন্দু মণ্ডল'। এই সময়ের নাটককারেরা প্রাচীন ও নবীন ভাবধারার সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টা করেছেন। এই সময়কালে একদিকে যেমন পৌরাণিক তেমনি অন্যদিকে সামাজিক, ভক্তিমূলক, প্রহসন এবং অনুবাদ নাটক রচনারও উৎসাহ লক্ষ করা যায়। ভারতেন্দু যুগে প্রহসন এবং অনুবাদ নাটক রচনার যতখানি উৎসাহ দেখা যায়, মৌলিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে ততখানি দেখা যায় না। ভারতেন্দু পরবর্তী মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদীর সময় কালে বা 'দ্বিবেদী' যুগে (১৯০০-১৯১৮) নাটক রচনায় ভাঁটা পড়ে। এই সময়কালে গুণগত বিচারেও নাটকের মানের অবনতি ঘটে। নাটকের দুরবস্থার কথা ধ্বনিত হয়, সমসাময়িক নাটককার রামকৃষ্ণ বর্মা বলবীর এবং স্বয়ং মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদীর লেখনীতেও। দ্বিবেদী যুগের পরবর্তী সময়ে হিন্দি নাট্যসাহিত্যে আবির্ভূত হন নাটককার জয়শঙ্কর প্রাসাদ (১৮৮৯-১৯৩৭)। জয়শঙ্কর প্রাসাদের সময়কালকে 'প্রসাদ' যুগ বলা হয়। "দ্বিবেদী যুগের পর পুনরায় হিন্দী নাটকে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন জয়শঙ্কর প্রসাদ। এ যুগের প্রাধান নাট্যকার তিনিই।"[১] জয়শঙ্কর প্রসাদ বিভিন্ন ভাষা থেকে নাটকের অনুবাদ করে হিন্দি নাটকের সাহিত্যগুণ, শৈলী এবং ভাবের উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হন। পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তাপ এবং স্বদেশ প্রেমের স্ফুরণ তাঁর অধিকাংশ নাটকেই পরিলক্ষিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য জয়শঙ্কর প্রসাদ হিন্দি কাব্যের 'ছায়াবাদ' (রোমান্টিক) ধারার প্রধানতম কবি। সেই কারণে তাঁর নাটকের অন্তঃস্থলে রোমান্টিক ভাবের স্রোতটিও পরিলক্ষিত হয়।

হিন্দি নাটকের ভারতেন্দু যুগ, দ্বিবেদী যুগ এবং প্রসাদ যুগের বিস্তৃত সময়সীমাতে হিন্দি নাটকের যে ক্রমবিবর্তন হয়, সেখানে বিষয়বস্তু নির্বাচনে, উপস্থাপনার বিন্যাসে অথবা চরিত্র নির্মাণে হিন্দি নাটক আধুনিক হয়ে উঠতে পারেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে শিল্প ও সাহিত্য জগতে যে-সমস্ত আন্দোলন বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করে হিন্দি নাট্যসাহিত্যে প্রসাদ যুগ পর্যন্ত তার প্রভাব সেভাবে দেখা যায় না। একইভাবে স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সংকটের প্রতিফলনও নাটকে ততখানি প্রতিভাত হয়নি। এমনই এক সময়ে মোহন রাকেশ তাঁর 'আষাঢ় কা এক দিন' নাটক রচনার মধ্য দিয়ে হিন্দি নাট্যসাহিত্যে প্রবেশ করেন।

'आषाढ़ का एक दिन' हिन्दि नाट्यसाहित्य एवं नाट्यमञ्चे नतुन प्राणशक्तिर सञ्चार करेछे। प्राबन्धिक गिरिश रस्तोगिर कयेकटि कथा एই प्रसङ्गे बलते चाই। तिनि बलेछेन:

"जिस समय हिन्दी में पूर्ण नाटक लुप्तप्राय था, हिन्दी रंगमंच पिछड़ा हुआ, निष्क्रिय दिखाई देता था और अन्य भाषाओं के नाटक ही हिन्दी रंगमंच पर प्रस्तुत होते थे, उस समय इस नाटक ने रंगमंच पर पुनः पूर्ण नाटक शुरूआत की बल्कि नाटक और रंगमंच आन्दोलन को एक साथ सास्कृतिक और सजनात्मक चेतना से सम्पृक्त करने में अकेला यह नाटक जितना सफल हुआ, आधुनिक युग में अन्य कोई नाटक नहीं।" [২]

(भावानुवाद: "যে সময় পূর্ণাঙ্গ নাটক লুপ্তপ্রায় হয়ে পড়ছিল, হিন্দি নাট্যমঞ্চকে দেখলে মনে হত পরাজিত এবং নিষ্ক্রিয়, অন্যভাষার নাটকই হিন্দি নাট্যমঞ্চে উপস্থাপিত হত, সেই সময় এই নাটকটি নাট্যমঞ্চে পুনরায় পূর্ণাঙ্গ নাটকের সূচনা করে, শুধু তাই নয়, নাটক এবং নাট্যমঞ্চের আন্দোলনকে এক সঙ্গে সাংস্কৃতিক এবং সৃজনশীল চেতনায় সম্পৃক্ত করতে এই নাটক যতখানি সাফল্য লাভ করে, আধুনিক যুগে অন্য কোনো নাটক তা করতে পারেনি।") এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা প্রাথমিকভাবে অনুমান করতে পারি, এই একটি নাটক হিন্দি নাট্যসাহিত্য এবং নাট্যমঞ্চে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে। একই সঙ্গে আমাদের মনে একটি কৌতুহল জাগে, কী-ই বা এমন আছে এই নাটকে, যা এই নাটককে এতখানি গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে! আমাদের প্রবন্ধ এই কৌতুহল নিরসনের দিকেই অগ্রসর হবে। তবে তার আগে 'আষাঢ় কা এক দিন' নাটকের বিষয়বস্তুকে বা আখ্যান-অংশকে যথাসম্ভব সংক্ষেপে বলে নেওয়া দরকার।

'आषाढ़ का एक दिन' नाटकে তিনটি অঙ্ক আছে। প্রথম অঙ্কে রয়েছে মল্লিকা, অম্বিকা, কালিদাস, দন্তুল, মাতুল, নিক্ষেপ ও বিলোম চরিত্রগুলি। মল্লিকা অম্বিকার মেয়ে। নাটক শুরু হয় মল্লিকা ও অম্বিকার কথোপকথন দিয়ে। মল্লিকা কালিদাসকে ভালোবাসে। কালিদাসের সঙ্গে আষাঢ় মাসের প্রথম বৃষ্টিতে ভিজে মল্লিকা অত্যন্ত আনন্দিত এবং মুগ্ধ। কালিদাসের প্রতি মল্লিকার প্রেম অনুভবের ও অনুরাগের। মল্লিকা তার প্রেম এবং অনুভব নিয়ে যতখানি আহ্লাদিত, অম্বিকা ততখানিই বিরক্ত। অম্বিকা পারিবারিক এবং সামাজিক কোনো দিক থেকেই মল্লিকার এই আচরণকে মানতে পারে না। অম্বিকা কালিদাসকে পছন্দ করে না। অম্বিকার মনে হয় কালিদাস আত্মকেন্দ্রিক একজন মানুষ। সে মল্লিকাকে সামাজিক ও সাংসারিক সুখ দিতে পারবে না। এই নিয়ে মল্লিকার সঙ্গে অম্বিকার বিবাদ শুরু হয়।

এই বিবাদের মধ্যেই একটি আহত হরিণ শাবককে নিয়ে চিন্তাগ্রস্ত কালিদাস মঞ্চে প্রবেশ করে। শাবকটি রাজপুরুষ দন্তুলের শিকার। দন্তুল খোঁজ করতে করতে মল্লিকার ঘরে এসে পৌঁছায় এবং কালিদাসের কাছ থেকে শাবকটি দাবি করে। কালিদাস এবং দন্তুলের মধ্যে বাগ্-বিতণ্ডা শুরু হয়। দন্তুল তার অপমান সহ্য করতে পারে না, কিন্তু যখন সে জানতে পারে "ঋতুসংহার" রচয়িতা বিখ্যাত কালিদাস তার সামনে দাঁড়িয়ে, তখন তার আচরণ পরিবর্তিত হয়ে যায়। কারণ সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের আদেশেই আচার্য বররুচি রাজসৈন্যসহ এসেছেন, কালিদাসকে রাজকীয় সম্মান দিয়ে রাজসভাকবির পদে বরণ করে নিয়ে যাওয়ার জন্য। মল্লিকা এই খবর পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়।

কালিদাস নিজের গ্রাম ও প্রকৃতিকে ছেড়ে যেতে চায় না। তার মনে হয় এইসব কিছু ত্যাগ করে গেলে সে ছিন্নমূল হয়ে যাবে। অন্যদিকে মাতুল এই সুবর্ণ সুযোগ ছাড়তে চান না। মাতুল অর্থাৎ কালিদাসের মামা। কালিদাসকে তিনিই লালন-পালন করেছেন। কালিদাসের এই উদাসীনতায় এবং নির্বুদ্ধিতায় তিনি বিরক্ত। কালিদাসের বন্ধু নিক্ষেপ, সেও চায়না কালিদাস এই সুযোগ হাতছাড়া করুক। সে মল্লিকাকে অনুরোধ করে কালিদাসকে বোঝানোর জন্য। এই সময় বিলোম চরিত্রের প্রবেশ ঘটে। বিলোমও মল্লিকাকে ভালোবাসে। যদিও সে জানে মল্লিকা কালিদাসকে ভালোবাসে এবং তাকে অপছন্দ করে। কালিদাসের এই সম্মান এবং সমাদর বিলোম মন থেকে মানতে পারে না। কারণ সে কালিদাসকে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে, অথচ বিলোম জানে কালিদাস চলে গেলে মল্লিকা অত্যন্ত ব্যথিত হবে, তাই সে চায় না কালিদাস উজ্জয়িনী যাক। কিন্তু মল্লিকা মনে করে ছোট্ট গ্রামের কবি হয়ে সারাটা জীবন কাটানোর কোনো অর্থ নেই। সে কালিদাসকে অনেকভাবে বোঝানোর চেষ্টা করে, এবং শেষ পর্যন্ত উজ্জয়িনী পাঠাতে সমর্থ হয়। এই অঙ্কের শেষে মল্লিকা এবং কালিদাস এভাবেই একে অপরের থেকে দূরে সরে যায়। বর্ষার বৃষ্টিকে মল্লিকার চোখের জল ও কষ্টের সঙ্গে একীকৃত করে নাট্যকার এই অঙ্কটি শেষ করেন।

দ্বিতীয় অঙ্কের চরিত্রগুলি হল: মল্লিকা, অম্বিকা, নিক্ষেপ, রঙ্গিনী, সঙ্গিনী, অনুস্বার, অনুনাসিক, মাতুল, প্রিয়ঙ্গুমঞ্জরী, বিলোম ও কালিদাস/ মাতৃগুপ্ত। এই অঙ্কের কাহিনি শুরু হচ্ছে কালিদাস চলে যাওয়ার কয়েক বছর পরে। নিক্ষেপ অসুস্থ অম্বিকার খবর নিতে এসেছে। বিগত দু'বছর ধরে অম্বিকার শারিরীক অবস্থার উন্নতি হয়নি। নিক্ষেপ এসে কালিদাসের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। সে খবর পেয়েছে, কালিদাস উজ্জয়িনীতে গিয়ে বারাঙ্গনা ও সুরা পানের নেশায় মত্ত। গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিদুষী রাজকুমারী প্রিয়ঙ্গুমঞ্জরীর সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছে। অন্যদিকে মল্লিকার মন-প্রাণ কালিদাসের সঙ্গেই একাত্ম হয়ে আছে। উজ্জয়িনীর বণিকদের সাহায্যে মল্লিকা কালিদাসের লেখা নতুন রচনা সংগ্রহ করে পড়ে। কালিদাসের বিবাহের খবরেও মল্লিকা নিজের কষ্ট প্রকাশ করে না। তার মনে হয় রাজকুমারী বিদুষী নারী, তার সঙ্গে মল্লিকার কোনো তুলনাই হয় না।

কালিদাসকে পর্বত শিখরের দিকে যেতে দেখে নিক্ষেপ। এই খবরে মল্লিকা ভীষণভাবে বিচলিত হয়ে পড়ে। এমন সময় রঙ্গিনী এবং সঙ্গিনী আসে মল্লিকার ঘরে। এরা দুজনেই উজ্জয়িনী থেকে এসেছে, কালিদাসের রচনা ও তার পরিমণ্ডল নিয়ে গবেষণা করতে। তারা অন্তর্নিহিত অর্থ নয় বাহ্যিক অর্থ খুঁজতেই বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ে, ফলে তারা হতাশ হয়ে মল্লিকার ঘর থেকে চলে যায়। এরপরেই অনুস্বার ও অনুনাসিক নামের দুজন রাজকর্মচারী প্রবেশ করে। এদের কাছ থেকে মল্লিকা জানতে পারে কালিদাসের নতুন নাম মাতৃগুপ্ত এবং গুপ্ত রাজ্যের তরফ থেকে সে কাশ্মীরের শাসনভার সামলাবে। একইসঙ্গে মল্লিকা জানতে পারে কালিদাসের স্ত্রী আসছে তার সঙ্গে দেখা করতে। প্রিয়ঙ্গুমঞ্জরী খুব ভালো করে জানত, যে মল্লিকা কালিদাসের প্রেয়সী এবং কালিদাসের সমস্ত রচনার প্রধান অনুপ্রেরণা। প্রিয়ঙ্গুমঞ্জরী অবাক হয়, যখন জানতে পারে– কালিদাসের রচনা এত দূরে থেকেও মল্লিকা সমস্ত সংগ্রহ করে পড়ে ফেলেছে।

প্রিয়ঙ্গুমঞ্জরী মল্লিকার গৃহ-সংস্কারের দায়িত্ব নিতে চায় এবং একজন রাজকর্মচারীর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে মল্লিকাকে নিজের সঙ্গিনী করতে চায়। মল্লিকা এই প্রস্তাব অস্বীকার করে। এই সুযোগে মল্লিকার ঘরে আসে বিলোম। সে ভেবেছিল কালিদাস যখন মল্লিকার সঙ্গে দেখা করতে আসবে, তখন সে কালিদাসের আসল চেহারাটা মল্লিকার কাছে ফাঁস করে দেবে। মল্লিকা বিলোমের অভিপ্রায় বুঝতে পারে এবং বিলোমকে নিজের ঘর থেকে চলে যেতে বলে। মল্লিকা একান্তে কালিদাসের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল কিন্তু কালিদাস আসে না। মল্লিকার বিরহ আর প্রতীক্ষা দিয়েই নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের সমাপ্তি হয়।

তৃতীয় অঙ্কের চরিত্রগুলি হল– মাতুল, মল্লিকা, কালিদাস এবং বিলোম। তৃতীয় অঙ্কের কাহিনি শুরু হচ্ছে আরো কয়েক বছর পরে। মাতুল এসে মল্লিকাকে নিজের জীবন-উপলব্ধির কথা শোনায়। মাতুল যে বৈভব এবং সুখের জন্য চলে গিয়েছিল, সেই ভোগময় জীবন তাকে সুখ দিতে পারেনি। তার মোহভঙ্গ হয়েছে এবং সে আবারও নিজের গ্রামে ফিরে এসেছে। মাতুল খবর দেয় কালিদাস কাশ্মীরের শাসনভার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছে এবং কাশী চলে গেছে। যদিও সন্ন্যাস গ্রহণের খবর নিয়ে মাতুল নিশ্চিত নন, তবু মল্লিকা এই খবরে বিচলিত হয়ে পড়ে। তার মনে হয়, কালিদাস সন্ন্যাস নিতে পারে না। কারণ কালিদাসকে সে বিখ্যাত কবি হওয়ার জন্য উজ্জয়িনীতে যেতে বলেছিল। শাসক বা সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য নয়।

এই সময়েই হঠাৎ করে আষাঢ়ের প্রথম দিনে ভগ্নহৃদয় এবং বিমর্ষ কালিদাস এসে পৌঁছায় মল্লিকার ঘরে। সে মল্লিকার কাছে স্বীকার করে, এই গ্রাম ছেড়ে উজ্জয়িনীতে গিয়ে আমোদ-প্রমোদ, সাহিত্য-সৃজন সমস্ত কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও, সে কখনোই নিজের গ্রাম এবং মল্লিকার থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেনি। নিজের সমস্ত পুরোনো ভাবনাকে নিয়েই সে তার নতুন নতুন সাহিত্য সৃজন করেছে। যে কারণে ক্রমশ তার মৌলিকতা নষ্ট হয়ে গেছে। কালিদাস জানায় কাশ্মীরের শাসনভার সে গ্রহণ করেছিল ঠিকই, কিন্তু এই জীবন তাকে ক্রমশ ক্লান্ত করে তুলেছিল। তাই সে মাতৃগুপ্তের শরীর থেকে সন্ন্যাস নিয়ে আবার পুরোনো কালিদাস হয়ে ফিরে এসেছে। এখন সে এই গ্রামে মল্লিকার সঙ্গেই নিজের জীবন নতুন করে শুরু করতে চায়। কালিদাস নিজের কথা বলতে বলতে ভুলেই যায়, যে তার উজ্জয়িনী যাওয়া আর আসার মাঝখানে অনেকখানি সময় বয়ে গেছে। যে সময় মল্লিকাকে অনেকরকমের কঠিন পরিস্থিতি অতিক্রম করতে হয়েছে।

কালিদাসের হঠাৎ উপস্থিতি মল্লিকার কাছে স্বপ্নের মত মনে হয়েছে। এই কালিদাসকে মল্লিকা চিনতে পারে না। কালিদাসও মনে করে মল্লিকাও অনেক বদলে গেছে। কালিদাস আসলে বাহ্যিক বদলকেই বড় করে দেখেছে, আর মল্লিকা অভ্যন্তরীণ বদলকে। এরপরেও দুই বিচ্ছিন্ন হৃদয় প্রেমিক যুগলের কথোপকথনের মাধ্যমে একে অপরের প্রতি সম্মান, স্নেহ, ভালোবাসা সবকিছুই প্রকাশ পায়। কালিদাসের সমস্ত লেখা সংগ্রহ করে মল্লিকার পড়ে ফেলেছে, এটা জানতে পেরে কালিদাস নিজের কাছেই নিজে লজ্জিত হয়ে পড়ে। তার মনে আরো অনেক আগেই তার মল্লিকার কাছে ফিরে আসা উচিত ছিল। মল্লিকা কলিদাসকে কোনো অভিযোগ জানায় না। নিজের অনুভূতির কথাই শুধুমাত্র জানায়।

কালিদাস আর মল্লিকার কথার মাঝে বারংবার বাইরে থেকে পুরুষের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে দরজা খোলার দাবিতে। কিন্তু মল্লিকা দরজা খোলে না। শেষ পর্যন্ত একটি শিশুর কান্নার আওয়াজ ভেসে আসে। মল্লিকা জানায় এটাই তার বর্তমান। ইতিমধ্যে দরজা খুলে একটি পুরুষ ঘরে এসে দাঁড়ায়, সে হলো বিলোম। বিলোমের সঙ্গে কথা সূত্রে কালিদাস বাস্তব পরিস্থিতি বুঝতে পারে। তারপরেও কালিদাস বিলোমকে সেখান থেকে চলে যেতে বলে। বিলোম এবারে তার তীব্র প্রতিবাদ করে। এবারে কালিদাস বুঝতে পারে সময় আর ইচ্ছার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, সেখানে সময় অনেকবেশি শক্তিশালী। আর সময় করো প্রতীক্ষা করে না। কালিদাস মল্লিকার ঘর ও মল্লিকাকে ছেড়ে আবারো চলে যায়। এই বিচ্ছেদের মধ্যে দিয়েই নাটকটি শেষ হয়।

এখন আমরা দেখব নাটকটি নিজের সময়ে দাঁড়িয়ে কীভাবে অনন্য হয়ে উঠল, তার সঙ্গে নাটকটির পরিকল্পনা এবং রচনার ক্ষেত্রে মোহন রাকেশ কীভাবে হিন্দি নাট্যসাহিত্যের প্রচলিত ধারাকে অতিক্রম করে আধুনিক 'যথার্থবাদী' (Realistic) নাট্যধারার সূচনা করলেন।

নাটকের আখ্যান-অংশ থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি নাটকটি মহাকবি কালিদাসের জীবনকে কেন্দ্র করে রচিত। কিন্তু নাটককার এখানে কালিদাসের জীবনী রচনা করতে চাননি। কালিদাস চরিত্রটির ঐতিহাসিকতা নির্ণয়ের বিন্দুমাত্র অভিপ্রায়ও লক্ষ্য করা যায় না। যেটি প্রবলভাবে লক্ষ্য করা যায়, সেটি Sociological criticism এবং Psychoanalytic criticism. সমাজের সাম্য-অসাম্যের দিকটি নাটকে এমনভাবে গাঁথা হয়েছে, যা নাট্যকাহিনির গতিকে রুদ্ধ করেনি, অথচ পাঠক বা দর্শক চাইলেও তা উপেক্ষা করতে পারে না। এখানেই নাটককারের রচনা ও পরিকল্পনার মুন্সিয়ানা। নাটকের প্রতিটি চরিত্রই বাহ্যিক আর মানসিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বে বহুস্তরীয় এবং বৈচিত্র্যময়। হিন্দি নাট্যসাহিত্যের ধারায় এই দৃষ্টান্ত ছিল অভূতপূর্ব। সম্পাদক এবং সমালোচক -এর মতে:

"…शायद हिंदी का यह पहला यथार्थवादी नाटक है तो बाह्य और आंतरिक यथार्थ की समन्विति और अंतर्द्वंद्व को संवेदनशीलता के साथ देखता और प्रस्तुत करता है।" [৩]

(ভাবানুবাদ: "…সম্ভবত এটি হিন্দির প্রথম যথার্থবাদী নাটক, যেটি বাহ্যিক আর আভ্যন্তরীণ সত্যকে সমন্বিত করেছে এবং অন্তর্দ্বন্দ্বকে সংবেদনশীলতার মধ্য দিয়ে প্রদর্শিত করেছে।")

3. উপসংহার:

নাটকের প্রেক্ষাপট ঐতিহাসিক হওয়া সত্ত্বেও নাটককার ইতিহাসের গৌরবগাঁথা রচনা করার প্রসাদযুগীয় প্রবণতা থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছেন। মোহন রাকেশ ইতিহাসের আশ্রয়ে ধরে রাখতে চেয়েছেন সমকালকে। সমালোচনা করেছেন সামাজিক অসাম্যের। এ প্রসঙ্গে সুবিমল বসাকের মন্তব্য স্মরণযোগ্য, তিনি লিখেছেন—" 'আষাঢ় কা একদিন'-এ যখন সে রাজকীয় সম্মান এবং সৃষ্টিশীল প্রতিভার দ্বন্দ্বের কথা বলে, সুখ-সুবিধা ভরা জীবনে সৃজনের কুণ্ঠিত হওয়ার কথা বলে, তখন অবশ্যই সে নিজের যুগের সেই ভয়কেও মুখর করে, যা সাহিত্যিকদের রাজকীয় সম্মানের লোভে শাসকদের চাটুকার হওয়ায় প্রেরিত করতে পারে।... সব ব্যাপারই মুখ্যত আজকের যুগের এবং এই সব অতীতের সঙ্গে যুক্ত করে সমস্যার ব্যাপ্তি প্রকাশ করার সকল প্রচেষ্টা করা হয়েছে।"[৪]

নারীদের বিষয় নিয়ে ভারতেন্দু যুগ থেকেই নাটক এবং প্রহসন লেখা হয়েছে। কিন্তু নারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজ ও জীবনকে দেখার দৃষ্টান্ত ছিল বিরল। মোহন রাকেশ 'আষাঢ় কা এক দিন' নাটকে কালিদাসকে রাখলেন নাট্যকাহিনির কেন্দ্রে, কাহিনির অভিমুখ নিয়ন্ত্রণ করল কালিদাস, অথচ পাঠকের উপলব্ধিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকল মল্লিকা। মল্লিকার আত্মত্যাগ কালিদাসের মাহাত্ম্যকে ছাপিয়ে গেল অনায়াসে। অপরিমেয় প্রণয় আর অন্তহীন বিরহ নিয়ে যে মল্লিকাকে আমরা নাটকে দেখতে পাই, মোহন রাকেশ

তাকে শুধুমাত্র বিরহিনী নায়িকা করেই রেখে দিলেন না। মল্লিকাকে গড়ে তুললেন সিদ্ধান্ত-সচেতন, পরিণামদর্শী, কর্মমুখর তপস্বীর চরিত্রে। প্রণয়ে উজ্জ্বল, বিরহে কাতর অথচ সিদ্ধান্তে অনড় মল্লিকা এমন এক চরিত্র, কালিদাসের কীর্তি আর খ্যাতির বৈভব যাকে আড়াল করতে পারেনি।

নাটকের অপ্রধান চরিত্র বা গৌণ চরিত্র নির্মাণেও 'আষাঢ় কা এক দিন' হিন্দি নবনাট্যের পথ প্রদর্শক। কালিদাসের প্রতিদ্বন্দ্বী বিলোম চরিত্রটি প্রথম দর্শনে মনে হতে পারে একটি খল চরিত্র, অথচ নাটককার যখন বিলোমের অন্তর্লোক আমাদের সামনে তুলে ধরেন, তখন আর তাকে খল বলে মনে হয় না। কখনো কালিদাসের সমান্তরালে সে তার পৌরুষ নিয়ে উপস্থিত হয়, কখনো মল্লিকার সমান্তরালে তার হৃদয়েও দেখতে পাই প্রণয়ের নির্মল আধার। কালিদাস গ্রাম ছেড়ে চলে গেলে মল্লিকার সঙ্গে তার মিলনের পথ সুগম হবে জেনেও বিলোম আনন্দিত হতে পারে না। বিলোম জানে কালিদাস চলে গেলে মল্লিকা বিরহে কাতর হয়ে পড়বে। প্রেমিক হয়ে মল্লিকার দুঃখ বিলোম সইবে কেমন করে! তাই বিলোমও দুঃখিত হয়। একইভাবে অম্বিকা, প্রিয়ঙ্গুমঞ্জরী অথবা মাতুলের মতো গৌণচরিত্রগুলিকেও বহুস্তরীয় বিন্যাসে উপস্থাপন করেছেন নাটককার।

নাটকের সংলাপে ব্যবহৃত ভাষার ক্ষেত্রেও পথিকৃৎ হয়ে আছে 'আষাঢ় কা এক দিন'। ইতিহাসের আবহ নির্মাণ করার জন্য নাটককার একদিকে যেমন সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের যথাযথ ব্যবহার করেছেন তেমনি সংলাপকে বাস্তবধর্মী এবং গতিশীল করে তোলার জন্য প্রচলিত হিন্দি শব্দেরও ব্যবহার করেছেন। সংলাপের গদ্যধর্মীতা নাটকের বিষয়বস্তুকে সহজবোধ্য করে তুলেছে। একইভাবে স্থান-বিশেষে সংলাপের কাব্যধর্মীতা নাট্যবিষয়কে করে তুলেছে সংবেদনশীল । ভাষাহীন মৌনমুহূর্তগুলিও সংলাপের সমতুল হয়ে উঠেছে। "এক একটি শব্দ এবং অভিব্যক্তির ব্যবহার এত ওজন করে করা হয়েছে, যে তাতে কোন পরিবর্তন সম্ভব নয়।··· সেই সঙ্গে প্রচুর সংলাপহীন মুহূর্ত– যেখানে মৌনভাব, শারীরিক ক্রিয়া, চোখ-মুখের ভঙ্গিমা–বহুকিছু বলার অপেক্ষা রাখে।"[৫]

'আষাঢ় কা এক দিন' একদিকে যেমন বিষয়বস্তু এবং নাট্যগুণের জন্য আধুনিক হয়ে উঠেছে, তেমনি অন্যদিকে নাটককারের মঞ্চ পরিকল্পনা, চরিত্রের অভিব্যক্তি সংক্রান্ত নির্দেশিকা এবং নাট্যদৃশ্য নির্মাণ সংক্রান্ত মতামত নাটকটিকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। যেমন নাটকের শুরুতে বলা হয়েছে:

"परदा उठने से पूर्व हल्का-हल्का मेघ गर्जन और वर्षा का शब्द...फिर धीरे- धीरे धीमा पड़कर विलीन हो जाता है। ... एक साधारण प्रकोष्ठ। दीवारें लकड़ी की हैं, परन्तु निचले भाग में चिकनी मिट्टी से पोती गई हैं। बीच-बीच में गेरू से स्वस्तिक-चिन्ह बने हैं। ... बायीं ओर का द्वार दूसरे प्रकोष्ठ में जाने के लिए है।...द्वारों के किवाड़ भी मिट्टी से पोते गये हैं और उन पर गेरू एवं हल्दी से कमल तथा शंख बनाये गये हैं।" [৬]

(ভাবানুবাদ: "মঞ্চের পর্দা ওঠার আগেই হালকা হালকা মেঘের গর্জন ও বৃষ্টির শব্দ··· এই শব্দ ক্রম-বিলীয়মান হয়ে যায়। ···একটা সাধারণ ঘর। কাঠের দেওয়াল কিন্তু তার নীচের অংশ মাটি দিয়ে ল্যাপা। তার মাঝে মাঝে গেরু দিয়ে স্বস্তিক চিহ্ন আঁকা। ···বামদিকে একটি দরজা আছে অন্য ঘরে যাওয়ার জন্য।··· সেই দরজার কপাটটিও মাটি দিয়ে ল্যাপা এবং তার মধ্যে গেরু এবং হলুদ দিয়ে পদ্ম এবং শঙ্খ আঁকা···")

একইভাবে নাটককার প্রায় প্রতিটি সংলাপের শেষে চরিত্রের অভিব্যক্তি বর্ণনা করেছেন:

"अम्बिका धान को मुट्ठी में ले-लेकर जैसे मसलती हुई छाज में गिराने लगती है।" [৭] (ভাবানুবাদ: অম্বিকা মুঠোর মধ্যে ধান নিতে থাকে আর সেগুলিকে যেন পিষতে পিষতে কুলোর মধ্যে ফেলতে থাকে।") অথবা

"मल्लिका सिर झटककर अपनी उत्तेजना को दबाने का प्रयत्न करती है" [৮] (ভাবানুবাদ: "মল্লিকা মাথা ঝাঁকিয়ে নিজের উত্তেজনাকে শান্ত করার চেষ্টা করে") এই ধরনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ নাটকটির মঞ্চ উপস্থাপনার বিষয়টিকে যেমন সুগম করে তুলেছে, একই সঙ্গে পাঠকের কাছেও নাটককারের অভিপ্রেত চিত্ররূপটি বুঝে নিতে সাহায্য করে। এই সমস্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না, মোহন রাকেশের 'আষাঢ় কা এক দিন' হিন্দি নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে কীভাবে অনন্য হয়ে উঠেছে।

পরিশিষ্টে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ১৯৫৯ সালে 'আষাঢ় কা একদিন' নাটকটি সংগীত নাটক একাডেমি পুরস্কার পায়। চলচ্চিত্র পরিচালক মনি কাউল ১৯৭১ সালে এই নাটকটি অবলম্বন করে সমনামে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। চলচ্চিত্রটি ১৯৭২ সালের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র হিসাবে 'ফিল্মফেয়ার ক্রিটিক অ্যাওয়ার্ড' লাভ করে। ২০১৯ সালের ২৬ এপ্রিল শান্তনু দত্ত-র পরিচালনায় কালিন্দী নাট্যসৃজন নাট্যদল কলকাতার তপন থিয়েটারে নাটকটি বাংলা ভাষায় মঞ্চস্থ হয়। এই তথ্য বুঝিয়ে দেয়, নাটকটি শুধুমাত্র হিন্দি নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসেই গুরুত্বপূর্ণ বা বিশিষ্ট হয়ে থাকেনি বরং সর্বভারতীয় মানুষের মনে ও সৃজনেও নিজের স্থান করে নিয়েছে।

তথ্যসূত্র:

1. তেওয়ারী, রামবহাল, হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস, সাহিত্যলোক, কলকাতা-০৬, পুনর্মুদ্রণ ২০১১, পৃষ্ঠা: ১৭১।
2. রস্তোগি, গিরিশ, মোহন রাকেশ অউর উনকে নাটক, লোকভারতী প্রকাশন, এলাহাবাদ-০১, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৮, পৃষ্ঠা: ৬৩।
3. জৈন, নেমিচন্দ্র, সম্পাদিত, মোহন রাকেশ কে সম্পূর্ণ নাটক, রাজপাল এন্ড সন্স, দিল্লী-০৬, সংস্করণ ২০১৭, পৃষ্ঠা: ৫।
4. অগ্রবাল, প্রতিভা, মোহন রাকেশ, অনুবাদ সুবিমল বসাক, সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৩, নিউ দিল্লী-০১, পৃষ্ঠা: ৪১।
5. অগ্রবাল, প্রতিভা, মোহন রাকেশ, অনুবাদ সুবিমল বসাক, সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৩, নিউ দিল্লী-০১, পৃষ্ঠা: ৪৮।
6. রাকেশ, মোহন, আষাঢ় কা এক দিন, রাজপাল এন্ড সন্স, দিল্লী-০৬, সংস্করণ ২০২২, পৃষ্ঠা: ৭।
7. রাকেশ, মোহন, আষাঢ় কা এক দিন, রাজপাল এন্ড সন্স, দিল্লী-০৬, সংস্করণ ২০২২, পৃষ্ঠা: ১৪।
8. রাকেশ, মোহন, আষাঢ় কা এক দিন, রাজপাল এন্ড সন্স, দিল্লী-০৬, সংস্করণ ২০২২, পৃষ্ঠা: ১৪।